একটি
সূর্যদগ্ধ
চন্দ্রমল্লিকার
কাহিনী

রবীন্দ্রনাথের

মাল্যদান

পরিচালনা
অজয় কর

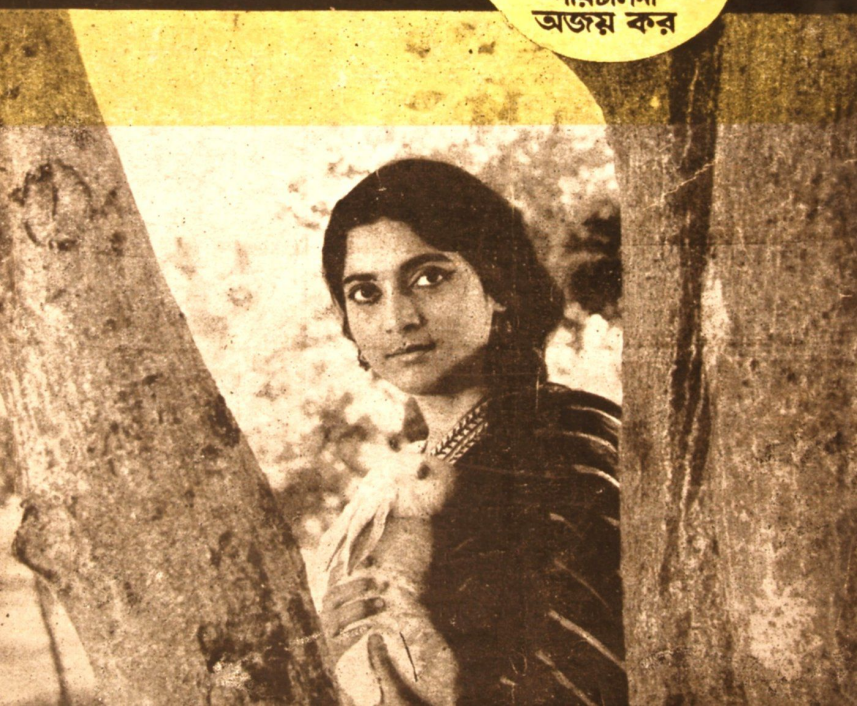

চিত্রলিপি ফিল্মসের
দ্বিতীয় নিবেদন
অজয় কর পরিচালিত

রবীন্দ্রনাথের মাল্যদান

প্রযোজনা
অজয় কর ও বিমল দে

সংগীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য
সলিল সেন

আলোক চিত্রগ্রহণ
বিশু চক্রবর্তী
সম্পাদনা
দুলাল দত্ত
শব্দ গ্রহণ
নৃপেন পাল
বাণী দত্ত
সংগীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা
শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্র পরিস্ফুটন
আর, বি, মেহতা

প্রধান সহকারী পরিচালনা
স্বদেশ সরকার
শিল্প নির্দেশনা
সুনীতি মিত্র
রূপসজ্জা
প্রাণানন্দ গোস্বামী
গৌর দাস
প্রধান কর্মসচিব
ক্ষিতীশ আচার্য
ব্যবস্থাপনা
সুদীপ মজুমদার
প্রচার শিল্পী
সুধাময় দাশগুপ্ত
প্রচার সচিব
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

স্থির চিত্র
পিকৃস ষ্টুডিও
পরিবেশক সচিব
প্রফুল্ল দত্তগুপ্ত

গান
'এই তো ভালো লেগেছিল'
'একটুকু ছোঁয়া লাগে' —
রবীন্দ্রনাথ
গেয়েছেন
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
রানু মুখোপাধ্যায়

বিয়ের গান (রচনা ও সুর)
সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
গেয়েছেন
গৌরী ঘোষ, পদ্মরাণী, মিনু দে
শর্মিলা গঙ্গোপাধ্যায়, উমা আখুলী
শীলা ভট্টাচার্য

সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনায়
নরেশ রায়, হৃদয়েশ পাণ্ডে
চিত্র গ্রহণে
কে, এ, রেজা, নির্মল মল্লিক
শব্দযন্ত্রে : ইন্দু অধিকারী, অনিল নন্দন
বহির্দৃশ্যে : রবীন সেনগুপ্ত
সংগীত গ্রহণে
জ্যোতি চ্যাটার্জি, গোপাল ঘোষ,
ভোলানাথ সরকার
চিত্র পরিস্ফুটনে
অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী
সম্পাদনায় : কানীনাথ বসু
শিল্প নির্দেশনায় : বুদ্ধদেব ঘোষ
পটশিল্পে : বলরাম, নবকুমার
ব্যবস্থাপনায় : বিজয় দাস
রূপসজ্জায় : পরেশ দাস
সাজসজ্জায় : শ্রীনিবাস
আলোক সম্পাতে
সতীশ হালদার, হীরেন গাঙ্গুলী
দুঃখী, দিলীপ, কেষ্ট, ব্রজেন,
অভিমন্যু, সুধীর

কৃতজ্ঞতাস্বীকার :
অমৃত বাজার পত্রিকা
ইন্টার ন্যাশন্যাল কম্বাশন (ইণ্ডিয়া)
প্রাঃ লিঃ (বৈদ্যবাটী)
জ্যোতি চ্যাটার্জি (শিউড়ী)

মোহর লাল দাঁ (দি আর্মারীর সৌজন্যে)
মুরারী চরণ লাহা
কাজি মজহারুল হক্ (হুগলী)
ক্যালকাটা মুভিটোন ও
এন টি ১ নম্বর ষ্টুডিওতে গৃহীত
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে চিত্র
পরিস্ফুটিত ও ওয়েষ্টেক্স শব্দযন্ত্রে
সঙ্গীতাংশ গৃহীত ও শব্দপুনর্যোজিত

ভূমিকায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
নন্দিনী মালিয়া
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়,
শৈলেন মুখোপাধ্যায়
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতা দে, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
ফকির দাস, বিজয় বসু
তিনু ঘোষ, সুশীল দাস
অসিত বসু, সন্তু বসু
দিলকুমার, শ্রীমতী পাইন
শুভলক্ষ্মী কর, গীতালি চক্রবর্তী
নূপুর বিশ্বাস, কৃষ্ণা কর
দীপা চৌধুরী, শিখা গুহ ও
বিকাশ রায় (অতিথি শিল্পী)

বিশ্বপরিবেশনা: চিত্রলিপি ফিল্মস্

"কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন" পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে প্রকৃতির সারাদেহে স্নিগ্ধতা। দৃষ্টিতে তার অপার বিস্ময়, প্রকৃতির লীলা বৈচিত্রে দেহমন পুলকিত।

অকস্মাৎ গাছপালার ফাঁকে দেখা দেয় একটি মেয়ে, —হাতে তার খরগোস। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হয়। কি অপার সারল্য মেয়েটির চোখে মুখে! কিন্তু পরমুহূর্তেই সে অদৃশ্য হয়। প্রকৃতির শিশু মিলিয়ে যায় প্রকৃতির বুকে। বিস্মিত যতীন এগিয়ে চলে।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে। হরকুমারের বাড়ীর সামনের ফুলবাগান দিয়ে বাইরের ঘরে প্রবেশ করে যতীন। গৃহকর্ত্রী পটল সহাস্যে অভ্যর্থনা জানায়।

"পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। ···পটল তাহার আশে পাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা

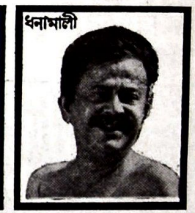

সহিতে পারিত না-অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎ শক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।" যতীন পটলের ছোটভাই। সহোদর না হলেও অতি প্রিয়। প্রতিনিয়ত উভয়ের মধুর কলহ সবচেয়ে বেশী উপভোগ করতেন পটলের স্বামী হরকুমার। প্রথম জীবনের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি আবগারী বিভাগে বদলী হয়েছেন। শহরে তখন প্লেগের মহামারী চলছে, হরকুমার তাই বালী অঞ্চলে গঙ্গার ধারে বাসা নিয়েছেন।

যতীন সবে মাত্র ডাক্তারী পাশ করে এখানে বেড়াতে এসেছে। দোতলার বারান্দায় বসে সেদিন সূর্যোদয় দেখছিলো। কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির রহস্যময় পরিবেশ তার মনকে এক অজানালোকে নিয়ে গেছে। পরিহাসচ্ছলে পটল বলে, "ছি ছি, এত বয়স হইল তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে···।" যতীন রহস্যভরে জবাব দেয়, "·· আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনাই ধন্য। ···কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব তাহারই গলায় মালা দিব—ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

পটলের মাথায় দুষ্টুমি চেপে বসে,-সে বেরিয়ে যায়। সকালের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতীন। হঠাৎ পটল এসে তার মুখ থেকে কাগজ সরিয়ে নেয়। বিস্মিত যতীন দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে কুড়ানি। এই মেয়েটিকেই সে গ্রামের রাস্তায় দেখেছিলো। সরলা কুড়ানি পরিপূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে যতীনকে দেখতে থাকে। দুষ্টুমি করে পটল জানতে চায়, তার ভাইটি দেখতে কেমন। নিঃসঙ্কোচে কুড়ানি বলে উঠে, "ভালো।" লজ্জিত যতীন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা হরকুমার ঘরে ফিরতেই আবগারী হাকিমের কাছে যতীন অভিযোগ জানায়। কপট গাম্ভীর্যে স্ত্রীকে তিরস্কার করেন হরকুমার। কুড়ানির প্রতি যতীনের অনুরাগ নিয়ে রহস্য করা উচিত নয়। যতীন রেগে ওঠে, তখুনি চলে যেতে চায়। কিন্তু হরকুমার তাকে ছাড়তে রাজী নন। সে ডাক্তার, তাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। আর সে রুগী হোল, – কুড়ানি।

হরকুমার যতীনকে শোনায় কুড়ানির অতীত ইতিহাস। দুর্ভিক্ষ কবলিত বিহার অঞ্চলে তার বাংলোর সামনে একদিন এই মেয়েটি তার মৃত বাপমার সাথে রাস্তায় পড়েছিলো। জীর্ণ শীর্ণ দেহ নিয়ে ক্ষুদ্র শিশুটি

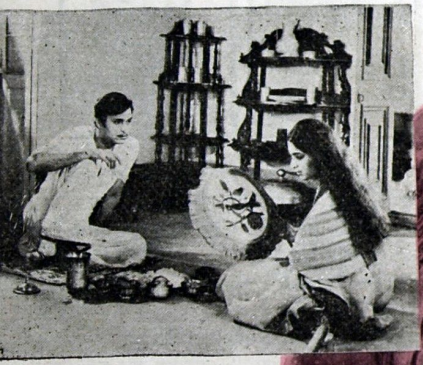

তখনও মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলেছে। পটল সাগ্রহে তাকে তুলে নিয়ে আসে। বহু যত্ন করে সে ওর প্রাণ রক্ষা করেছে। "তাহার বয়স ষোল হইবে, শরীর ছিপছিপে-মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে।"

যতীনের পরীক্ষায় কুড়ানির কোনওরূপ দৈহিক অসুস্থতার প্রমাণ মেলেনা যদিও মাঝে মাঝে তার শূল বেদনা সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। পটলের প্রতিমুহূর্তের পরিহাস যেন নির্বিকার ওই বন্য হরিণীর মানসিক ভাবান্তর আনে। প্রতিদিন খরগোস হাতে নিয়ে কুড়ানি বাগানে বেড়ায়। মালী ও তার স্ত্রীর মান-অভিমান, হাসি আনন্দ সে লক্ষ্য করে। তার সুপ্ত নারী হৃদয় বুঝি সজাগ হয়ে ওঠে!

ধনার স্ত্রী লক্ষ্মীর বোনের বিয়েতে কুড়ানি বেড়াতে যায়। পরম আগ্রহে সে লক্ষ্য করে শুভদৃষ্টি, মালা বদল। কুড়ানির সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রী যেন পরোক্ষে স্পন্দিত হয়।

****বিবাহ আনন্দ-মিলন। মঙ্গল শঙ্খের নিনাদে বৈদিক মন্ত্রের আবৃত্তি। নিজের হাতে মালা গাঁথে কুড়ানি। অপার আনন্দে সে উৎফুল্ল। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি যেন আজ মধুর। দিকে দিকে আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

.....পটলের আহ্বানে কুড়ানির ঘুম ভেঙ্গে যায়। পটল বলে ওঠে, "ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে।"

★ ★ ★ ★

উদ্ধৃত অংশগুলি কবিগুরুর মূল কাহিনী থেকে গ্রহণ করে আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কোরলাম।

গান

১

এইতো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়,
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় এইতো আমার মনকে মাতায়।
রাঙ্গামাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে
ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়।।
সামনে চেয়ে এইযা দেখি চোখে আমার বাঁশী বাজায়
আমার এযে বাঁশের বাঁশী মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছেরে এই ধরনীর মাটীর বাঁধন
নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দুচোখ পুরে
আমার বীনায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে
লাগলো ভালো মন ভোলালো সেই কথাটাই গেয়ে বেড়াই।
দিনে রাতে সময় কোথা কাজের কথা তাইতো এড়াই।।
মজেছে মন মঙ্গল আঁখি মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি।
ওদের আছে অনেক আশা ওরা করুক আরো জড়ো
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাইনে হতে আরো বড়ো।।

২

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথাশুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।।
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙ্গে রসে জাল বুনি।।
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষনিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু বায়রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নুপুরের তাল গুনি।।

সানাই বাজে গো বাজে কার ঘরে
বরণ করিবে সীতা রাম রঘুবরে।
পাড়াপড়শী পুরনারী তারা আনে চাউলের গুঁড়ি,
আলিপনা দেয় কেহ পিড়ি চিত্রি করে
বসায়ে মঙ্গল ঘট সরাতে আঁকে চিত্রপট,
বিচিত্র করিয়া চিত্র আঁকে কুলার পরে
এয়োগণ মিলি সবে উলুধ্বনি করে।।

সীতার বিয়ার অধিবাসের কর আয়োজন
হলুদ কুটগো যত পুরনারীগণ
মেথি আন গিলা আন এয়োগণে ডেকে আন
ঐ যে বয়ে যায় শুভলগণ তোমরা চেকিতে করনা গুঁড়িগো
মিলি এয়ো পঞ্চজন
নব গঙ্গার জল আনিতে চলগো সবে ত্বরিতে
স্বর্ণ কলসী লয়ে সখীগণ
সীতায় শীতল জলে স্নান করাবো গো
করিয়া যতন
ধান্য দুর্ব্বা রাখ আনি সিন্দুরের কৌটাখানি
আরো আনো নবীন বসন
তোমরা সকলি সাজায়ে রাখগো হয় যেন মনের মতন।
হলুদ সিনানের কার্য্য কর সমাপন।।

মল্লিকা মালতী ছিটে গো ছিটে কুমুদিনী
স্বর্গ পারিজাত পুষ্পগো জনক নন্দিনী
আভরণ পরায় কেহগো কেউ বা মালা গাঁথে,
কাজল পরায় কন্যার দুটি আঁখি পাতে
কপালে চন্দনের ফোঁটাগো খোঁপায় চাপা ফুল,
গলায় গজমোতির মালাগো কানে হীরার দুল
সব সখী মিলি কন্যায়গো সাজায় যতন করি
সুবর্ণের কাঁকন পরায়গো হীরার অঙ্গুরী।
অপরূপ রূপে সাজেগো সীতা বে সুন্দরী
আনন্দে মাতিয়া উঠেগো জনক রাজার পুরী।।

তোমরা আইস ত্বরা করে আজি রাতে
রাম সীতার বিয়ার বাসরে
স্বর্গ হতে সভাতে আসেন দেবগণ
লগ্ন স্থির করে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
পুরনারীগণে সবে উলুধ্বনি করে
সীতারে সাজায়ে আনে সভার ভিতরে
এক দুই করি সীতা সাত পাক দিল
বিচিত্র বরণ পুষ্প ছিটাইতে লাগিল
শুভদৃষ্টি করি দোঁহে দোঁহার পানে চায়
সুগন্ধ মালতীর মালা দোঁহারে পরায়।।

Chitralipi Films Present
Produced by **AJOY KAR/BIMAL DE**
DIRECTION - AJOY KAR

RABINDRANATH'S

Malyadan

MALYADAN

Story

Jatin was proceeding by the urban areas on his way to the residence of Patal, his Cousin sister who was senior in age by one day only. Harakumar, Patal's husband, was originally a Dy. Magistrate in Behar and later took transfer in Calcutta and was posted in Excise Dept. Being afraid of plague, which was then in epidemic form in Calcutta, Harakumar was staying at a hired Bunglow on the bank of the Ganges at Bally.

The bright young man Jatin who has just passed the medical examination, used to reside in Calcutta and the scenic beauty of this surroundings absorbed him fully. While nearing the Bunglow, he suddenly saw a girl with rabbit in her hand. What a charming and innocent look ! But it was for a moment only. The nature's child disappeared in the bush immediately.

On the next morning while serving morning tea, Patal jokingly asked Jatin to find out a suitable bride for himself. Jatin replied hurridly, he was ready to marry the daughter even of a wood cutter whom he would find on the next morning. Both laughed loudly. But Jatin was startled when Patal came with Kudani, the simple and innocent girl whom he met yesterday. She was looking at Jatin with all interest when Patal asked, "Do you like my brother, Kudani ?" She replied in affirmative. Jatin got irritated but was pacified by Harakumar, "Dont worry my brother, Kudani does not know what she speaks about. She does not possess any sense of a girl."

Harakumar related the history of Kudani. During last Behar famine, she was found lying in front of his Bunglow along with her parents, who died probably for want of food. The helpless girl was tenderly picked up by Patal who cared like mother with all her love and affection.

Jatin wanted to leave the house as he could not tolerate the jests of Patal every now and then in respect of Kudani. But Harakumar asked him to examine Kudani who was having an occassional colic pain which according to Harakumar was the result of continuous fasting. Jatin examined the girl but did not find any thing wrong. patal again started her jokes, "Do you like to marry my brother, Kudani ?" "Yes" replied the girl with all her innocent sincerity.

Every morning Kudani used to make stroll in the garden with her favourite rabbit and used to observe Dhana, the gardner engaged in work along with his wife Laxmi. They talked and quarreled sometimes vehemently and also she found them engaged in pleasure gossips. Kudani minutely observed them and some unknown feelings regarding the conjugal life appeared within herself.

The marriage ceremony of Laxmi's younger sister was to be held when both Dhana and Laxmi went to the adjoining village along with Kudani. She was surprised there to observe every detail of the ceremony. The groom and the bride were united-they looked at each other and exchanged garlands. Kudani saw with deep attention-she found the bride beautifully dressed with sandal pasted on her face.

On the next morning Kudani made a garland with Bakul flower and came to Jatin who told, "Kudani, don't you undetrsand, your sister makes jokes ?" She became pale but Jatin laughingly took the garland from her hand It was a great joy for Kudani.

At night she dreamt a very pleasant dream. She saw herself dressed as a bride and Jatin as groom. Just at the moment she was going to put a garland on Jatin's neck, Patal knocked the door and informed Kudani that Jatin had already left.

অজয় কর পরিচালিত চিত্রসম্ভার।

14-5-71

সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
চিত্রলিপির প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।